যায়যায়দিন

তারিখ ····· 7 JUN 2010
পৃষ্ঠা ··· ৩৫ কলাম ····· ৫

প্রাথমিক শিক্ষা

ভর্তির হার ৯৪ শতাংশ করার উদ্যোগ

যাযাদি রিপোর্ট

সরকার বিদায়ী অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই নতুন অর্থবছরে এ হার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের উপবৃত্তির আওতায় আনা হবে। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণা থাকবে বলে জানা গেছে।

ভর্তির : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

ভর্তির : হার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায়, সরকার নতুন অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির হার ৯৪ শতাংশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এ হার ৯২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকার শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির ঘোষণা দিয়েছিল।

২০১৭ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশে সরকার আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে কমিয়ে ১:৪০ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তাই সরকার চাচ্ছে স্বল্পতম সময়ে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম পাঁচজন শিক্ষককে নিয়োগ দিতে।

এসব লক্ষ্য পূরণে সরকার নতুন অর্থবছর বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ, পুরনো বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে।

জানা গেছে, দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সরকার এসব শিশুকে উপবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বর্তমানে মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় শতভাগ উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। বাস্তুচ্যুত অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু আছে।

বিদায়ী অর্থবছরের ন্যায় নতুন অর্থবছরেও সরকার উপজেলাভিত্তিক টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। চলতি অর্থবছর পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় এসব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবে তা আলোর মুখ দেখেনি।

এদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি সহায়তাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।